তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪
AUG 14 2007

শামসুন্নাহার হলের শিক্ষক-ছাত্রীদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে কোহিনূরসহ ৭ পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা

কোর্ট রিপোর্টার ॥ শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের নির্বিচারে লাঠিপেটা করার অভিযোগে এডিসি কোহিনুর মিয়াসহ ৭ পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালত মামলাটি বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটির কাছে উপস্থাপনের পরামর্শ দিয়ে নথিভুক্ত করে। আদেশে আরও বলা হয়, যেহেতু একই ঘটনা নিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত চলছে বিধায় এই বিষয়ে কোন আদেশ দেয়া সমীচীন মনে করিনি বিধায় মামলাটি নথিভুক্তির আদেশ দেয়া হলো। মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন, ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির হয়ে এই মামলাটি দায়ের করেন। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল হায়দার বাদীর জবানবন্দী গ্রহণ করে উপরোক্ত আদেশ দেন। মামলার অন্যান্য আসামী হলেন আলী আকবর ডিসি (দক্ষিণ), আব্দুর রহিম এডিসি, দক্ষিণ, রমনা থানার ওসি লুৎফুর

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

শামসুন্নাহার হলের

(প্রথম পাতার পর)

রহমান। সাব ইন্সপেক্টর শাহাদত হোসেন, কনস্টেবল মোশাররফ হোসেন ও শফিকুল ইসলাম। আদালতে দায়ের করা মামলার আর্জিতে বলা হয়, গত ২৩ জুলাই মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশী হামলা হবার পরে সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ঘটনার নিন্দা জানাতে থাকে। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করতে থাকে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা "নির্যাতন বিরোধী ছাত্রসমাজ"-এর ব্যানারে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ গড়ে তোলে। হাজার হাজার ছাত্র/ছাত্রী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন শুরু করে। এই সময় আসামী কোহিনুর ও ওসি রমনার নেতৃত্বে অন্যান্য আসামীসহ শতাধিক পুলিশ চারদিকে ঘিরে তাদের প্রতি রাইফেল ও টিয়ারগান উঁচিয়ে রাখে। হঠাৎ করে আসামীরা কোন রকম কারণ ছাড়াই একে অপরের সহযোগিতায় ও প্ররোচনায় প্রাণ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোঃ আনোয়ার হোসেন, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মশিউর রহমান ও বাদীসহ অন্য ছাত্রছাত্রীদের বেপরোয়াভাবে আঘাত করে গুরুতর জখম করে। আসামীরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে বেআইনী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, যা দণ্ডবিধির ৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/১০৯/১১৪ ধারার সুস্পষ্টভাবেই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বার বার পরিচয় দেয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের ওপর অমানুষিক নির্যাতন, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের নির্বিচারে লাঠিপেটা করা, অকারণে তাদের প্রতি টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করা, তাদের অশ্রাব্য গালিগালাজ করার ঘটনায় সমগ্র জাতি আজ স্তম্ভিত। এই ঘটনা পুলিশের ভাবমূর্তিকে জনগণের কাছে আরও কদর্য করে তুলেছে। সুতরাং পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের আইনসম্মত আচরণ নিশ্চিত করা এবং পুলিশের ভাবমূর্তিকে ফিরিয়ে আনার জন্যও আসামীদের যথাযথ শাস্তি হওয়া আবশ্যক বলে মামলার আর্জিতে উল্লেখ করা হয়। মামলাটি পরিচালনায় ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম আদালতে বলেন, পুলিশী নির্যাতন পূর্বে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তারা স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। পুলিশের অত্যধিক রাজনৈতিক ব্যবহারে সাধারণ জনগণ তাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে। এইসব ঘটনায় জাতীয়ভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় ঘটছে। পুলিশ ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে ১৬৭ ধারায় রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করছে, যা সর্বত্র প্রয়োগ করছে এটা যেন রীতিতে পরিণত হয়েছে। ব্যারিস্টার আমীর বলেন, যা সংবিধান ও আইনের পরিপন্থী। তিনি আসামীদের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করার জন্য আদালতে আবেদন জানান। মামলার পরিচালনায় তাকে সহযোগিতা করেন এ্যাডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান, সাহারা খাতুন, আব্দুল্লাহ আবু, মোঃ ইস্রাফিল, খন্দকার আব্দুল মান্নান, মতিউর রহমান মন্টু, আবুল কালাম আজাদসহ প্রায় শতাধিক আইনজীবী।